শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তের মূল যিনি, অথবা যাঁহাতে তৎসমস্ত অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম-নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-শব্দটী তাঁহার স্বরূপবাচক; ইহার অর্থ—বৃহত্তম বস্তু; সেই বস্তুটী কিসে এবং কিরূপে বৃহৎ, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

ব্রহ্মশব্দের অর্থ, ব্রহ্ম সশক্তিক। বৃংহ-ধাতু হইতে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন; বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। (বৃংহতি) যিনি বড় হয়েন এবং (বৃংহয়তি) যিনি বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। তাহা হইলে, যিনি ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য, তিনি নিজে বড় এবং বড় করেনও। যিনি বড় করিতে পারেন, নিশ্চয়ই বড় করার শক্তি তাঁহার আছে। সুতরাং "বৃংহয়তি"-অর্থে—ব্রহ্মের যে অন্ততঃ একটা শক্তি—বড় করার শক্তি—আছে, তাহাই বুঝা যায়। শ্রুতি বলেন, একটা নয়, তাঁহার অনেক শক্তি আছে এবং এ সমস্তই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি; অর্থাৎ কস্তুরীর গন্ধের ন্যায়, অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বের ন্যায় ব্রহ্মের শক্তিও তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্য। এসমস্ত শক্তি তাঁহার স্বরূপগত, নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ। শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥" বাস্তবিক তাঁহার বিবিধ—অনন্তবিধ শক্তিই থাকার কথা; কারণ তিনি "বৃংহতি"—বড়; কাহা অপেক্ষা, কিসে এবং কতটুকু বড়, তাহার কোনও উল্লেখ কোথাও না থাকায় বুঝিতে হইবে, তিনি অন্য সকল অপেক্ষা, সকল বিষয়ে সমধিকরূপেই বড়। তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। "ন তৎ সমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৬।৮॥" সুতরাং তিনি স্বরূপে বড়, শক্তিতে বড় এবং শক্তির কার্য্যেও বড়। স্বরূপে বড় হওয়াতে তিনি সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; শক্তিতে বড় হওয়াতে শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বড়। তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও তাঁহাতে অনন্ত। শক্তি অর্থ কার্য্যক্ষমতা; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ কার্য্যদ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যই ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়ার কথা স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিতেছে—"জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও আছে। তিনি যখন সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বড়, তখন তাঁহার প্রত্যেক শক্তির কার্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অধিক। শ্রুতি বলিয়াছেন "অনন্তং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মের এই আনন্ত্য সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যে, শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে।

শব্দার্থ প্রকাশ করিবার জন্য **মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি** * প্রয়োগের সর্ব্বোত্তম স্থল কিছু যদি থাকে, তবে তাহা পরতত্ত্ব-বাচক শব্দ; কারণ, পরতত্ত্বই একমাত্র পরমস্বতন্ত্র—সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্নের অতীত—বস্তু। তাই, পরতত্ত্ববাচক "ব্রহ্ম"-শব্দের অর্থ মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে করাই সঙ্গত; এই বৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি" এতদুভয়ই গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতদুভয় অর্থের চরমসীমা পর্য্যন্তই গ্রহণ করিতে হইবে; তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব—আনন্ত্য পর্য্যন্ত ব্যাপক এবং এই আনন্ত্য কেবল স্বরূপে নয়, পরন্তু শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং প্রকাশবৈচিত্রীতেও।

---

* সংস্কৃতশাস্ত্রে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিনামে শব্দার্থ প্রকাশের একটা রীতি আছে; শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থের অবাধ বিকাশই ইহার তাৎপর্য্য। প্রগ্রহ-শব্দের অর্থ ঘোড়ার লাগাম—যাহা অশ্বের গতিকে সংযত করে, গতিপথে বাধা জন্মায়। এই লাগাম যদি খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অশ্ব হয় মুক্তপ্রগ্রহ—তাহার শক্তি-সামর্থ্যের শেষসীমা পর্য্যন্ত অশ্ব তখন স্বীয় অভীষ্ট পথে গমন করিতে পারে। কোনও শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থও যদি স্বীয় বিকাশের পথে কোনওরূপ বাধাবিঘ্ন না পায়, তাহা হইলে তাহা বিকাশের শেষসীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে; তখনই তাহা হয় অত্যন্ত ব্যাপক। যে বৃত্তিতে অর্থ করিলে শব্দার্থ এরূপ অবাধ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে, তাহাকে বলে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি।

ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া যদি "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি"—এই দুইটী অংশের কোনও একটীকে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের অপূর্ণত্বজ্ঞাপক, ব্রহ্মত্বের হানিজ্ঞাপক। উভয় অংশের অর্থ গ্রহণে এবং উভয় অর্থের সর্ব্বোত্তম ব্যাপকতাতেই ব্রহ্মের পরতত্ত্ব সূচিত হইতে পারে; তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ১.১২।৫৭॥ শ্রুতিও ইহার সমর্থন করেন। "ন তৎ সমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর। ৬.৮॥—তাঁহার সমানও দেখা যায় না, তাঁহা অপেক্ষা বড়ও দেখা যায় না।" এই উক্তিদ্বারা "বৃংহতি"-অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্ব্বোদ্ধৃত "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচ।"—বাক্য হইতে "বৃংহয়তি" অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। যাঁহারা পরতত্ত্ব ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলেন, তাঁহারা কেবল "বৃংহতি-"-অংশকেই গ্রহণ করেন, "বৃংহয়তি"-অংশকে উপেক্ষা করেন; তাহাতে, ব্রহ্মের বা পরতত্ত্বের পূর্ণতার হানি হয়; এইরূপে তাঁহারা যে তত্ত্বের সন্ধান পান, তাহাও একটী তত্ত্ব বটে, কিন্তু তাহা পরমতত্ত্ব নহে—বিষ্ণুপুরাণের এবং উল্লিখিত শ্রুতির উক্তিই তাহার প্রমাণ।

এস্থলে ব্রহ্ম-শব্দের যে অর্থ করা হইল, তাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ মুখ্যাবৃত্তির অর্থ (১।৭।১০৩ পয়ারের টীকায় মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ দ্রষ্টব্য) এবং এই অর্থ যে শ্রুতিবাক্যদ্বারা সমর্থিত, তাহাও দেখান হইয়াছে। শ্রুতি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথা বলিয়াছেন এবং শক্তি স্বীকার করিয়াই উক্ত মুখ্যাবৃত্তির অর্থ পাওয়া গিয়াছে। শক্তি স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব এবং সবিশেষত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব এবং সবিশেষত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিতে এইরূপ মুখ্যার্থের স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ২।২।৭॥"—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের মহিমার কথাও বলা হইয়াছে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক। ৩।২.৩॥ কঠ। ২।২৩॥" এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের বরণ করার শক্তির—সুতরাং তাঁহার সশক্তিকত্বের এবং সবিশেষত্বের—কথা দৃষ্ট হয়। বেদান্তের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থে উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন। "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ॥ ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য॥"—এইভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মুখ্যার্থে ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের মত ও তাহার খণ্ডন। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু শেষকালে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে উল্লিখিত স্বকৃত মুখ্যার্থকেও উড়াইয়া দিয়াছেন (১।৭।১০৪ পয়ারের টীকায় লক্ষণা ও গৌণী বৃত্তির তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে তিনি স্থাপন করিয়াছেন—ব্রহ্ম নিঃশক্তিক এবং নির্ব্বিশেষ। জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপনই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। শ্রুতিতে ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক—এই উভয় রকমের উক্তিই দৃষ্ট হয়, এমন কি একই শ্রুতিতেও এই উভয় রকমের উক্তি দৃষ্ট হয় (১।৭।১১৩ পয়ারের টীকায় আদিলীলার ৫৫৩-৫৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়েই যথার্থ মীমাংসা সম্ভব। শঙ্করাচার্য্য ভেদবাচক-শ্রুতিগুলির পারমার্থিক মূল্য অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্ব-নির্ণায়ক মূল্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—অভেদ-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিই তত্ত্ব-নির্ণায়ক; অপরগুলি নয়। কিন্তু তাঁহার এই মতের সমর্থনে তিনি কোনও স্পষ্ট-শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই; স্থলবিশেষে তিনি যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মুখ্যাবৃত্তির অর্থ তাঁহার মতের সমর্থক নহে, তাঁহার স্বকল্পিত লক্ষণাবৃত্তির অর্থই হয়তো তাঁহার সমর্থক। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই যে—তাঁহার নিজস্ব যুক্তিব্যতীত কোনও শ্রুতি-প্রমাণ তাঁহার এইরূপ মতের পোষক নহে।

তত্ত্বমসি-বাক্যের লক্ষণাবৃত্তির অর্থে কিরূপে জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালীর একটু আভাস পাওয়া যাইবে। উক্ত বাক্যে—তৎ ত্বম্ অসি—এই বাক্যে, তৎ-শব্দে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ চিদ্রূপ ব্রহ্মকে এবং ত্বম্-শব্দে অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ চিদ্রূপ জীবকে বুঝায়। ব্রহ্ম এবং জীব—উভয়েই চিদ্রূপ। চিদংশে উভয়ে এক হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিশেষণগুলি—ব্রহ্মের বিশেষণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্

এবং জীবের বিশেষণ অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, এই বিশেষণগুলি যতক্ষণ—থাকিবে, ততক্ষণ উভয়ের সর্ব্ববিষয়ে একত্ব স্থাপন করা চলে না। তাই শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়ের বিশেষণগুলিকেই বাদ দিয়াছেন। ব্রহ্মের বিশেষণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্‌কে বাদ দিলে থাকে কেবল চিদ্রূপ ব্রহ্ম, আর জীবের বিশেষণ অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্‌কে বাদ দিলে থাকে কেবল চিদ্রূপ জীব। এক্ষণে উভয়েই যখন চিদ্রূপ, তখন উভয়ের একত্বে বিঘ্ন জন্মাইবার কিছু থাকে না। এইরূপে তিনি জীব ও ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ভাবের অর্থকে বলে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা (১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে স্থলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে, সেস্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করার বিধি-শাস্ত্রানুমোদিত নহে। মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলেই লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া যায়। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধী র্ভবেৎ সা লক্ষণা। অলঙ্কারকৌস্তুভ। ২।১২।" ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ যে শ্রুতিসম্মত এবং তাহা যে শ্রীপাদ শঙ্করও গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে। তথাপি, মুখ্যার্থ হইতে "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্" এই বিশেষণদ্বয়ের পরিত্যাগপূর্ব্বক, তত্ত্বমসি-বাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লক্ষণাবৃত্তিতে তিনি যে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থে "বিশেষণহীন" চিদ্‌বস্তু মাত্র অর্থ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা হইল শক্তির ক্রিয়া। এই দুই বিশেষণ পরিত্যাগ করায় ব্রহ্মের শক্তিহীনতাই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। ইহাও শ্রুতিবিরোধী, যেহেতু, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী অবিচ্ছেদ্যা শক্তির অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার যুক্তি হইতেছে এই। তিনি বলেন, উপাসনার সুবিধার জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের বা আকারাদির কথা বলা হইয়াছে। "আকারবদ্ ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি * * * উপাসনা-বিধিপ্রধানানি। ৩।২।১৪। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।" এবিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন—"ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে।—উপাসনায় ধ্যানের জন্য যে বিগ্রহ স্বীকার্য্য, তাহা অলীক কল্পনা নহে। যেহেতু—"তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ।—শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বিগ্রহ প্রমেয় তত্ত্ব, অলীক বস্তু, নহে। ৩।২।১৬। ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" (এই উক্তির সমর্থক একাধিক শ্রুতিবাক্য গোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে)। সুতরাং সবিশেষত্বসূচক শ্রুতিবাক্যগুলি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে। (বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬-১৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।১।২ ॥"-সূত্র, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, ব্রহ্ম—সর্ব্ববৃহত্তম-তত্ত্ব। "ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। ২।২৪।৫৩ ॥" কিন্তু এই ব্রহ্ম কি বস্তু? ব্রহ্মের উপাদান কি? শ্রুতি বলেন—আনন্দং ব্রহ্ম। আরও বলেন—ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। বহু শ্রুতিবাক্যে কেবল "আনন্দ"-শব্দ দ্বারাই পরতত্ত্ব-ব্রহ্মকে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, আনন্দই ব্রহ্মের উপাদান "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥"—আনন্দশব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে বা উপাদানার্থে ময়ট্-প্রত্যয়। সৎ ও চিৎ আনন্দের বিশেষণ-স্থানীয়। সৎ-শব্দ সত্ত্বা বা অস্তিত্ববোধক; যে আনন্দ ব্রহ্মের উপাদান, তাহা সৎ—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, তিনকালেই তাহার অস্তিত্ব; তাহা অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান, বর্ত্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এই আনন্দ নিত্য—জগতের প্রাকৃত আনন্দের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর—অনিত্য নহে। আর চিৎ-শব্দে চেতন—অজড়—বুঝায়। যে আনন্দ ব্রহ্মের উপাদান, তাহা কেবল যে নিত্য তাহা নহে; তাহা চেতনও—প্রাকৃত আনন্দের ন্যায় জড়, অচেতন নহে। চেতন বলিয়া এই আনন্দ নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে এবং অপরকেও অনুভব করাইতে পারে; তাই এই আনন্দ স্বপ্রকাশ। আবার যাহা চেতন, তাহার যেমন অনুভব করিবার এবং করাইবার শক্তি আছে, তেমনি জানিবার এবং জানাইবার শক্তিও আছে; তাই এই আনন্দ বা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপও।

১০

সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য, চেতন—স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র এই ব্রহ্মই ছিলেন। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ॥" তাই কেবল "সৎ" বলিতেও এই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার এই ব্রহ্মই একমাত্র চেতনবস্তু—চিদ্‌বস্তু; অন্যত্র যাহা কিছু চেতনা দেখা যায়, তাহা কেবল এই নিত্য চিদ্‌বস্তু ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই। তাই কেবল "চিৎ" বলিতেও এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝায়। সুতরাং যাহা সৎ, তাহাই চিৎ এবং আনন্দ; যাহা চিৎ, তাহাই সৎ এবং আনন্দ এবং যাহা আনন্দ, তাহাই সৎ এবং চিৎ।

ব্রহ্মের শক্তির বিকাশ-বৈচিত্রী। শক্তিবিকাশ-বৈচিত্রীর নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মের বিকারহীনত্ব।—বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের শক্তির যেমন অনন্ত বৈচিত্রী, প্রত্যেক শক্তির বিকাশ-বৈচিত্রীও অনন্ত। কিন্তু শক্তির বিকাশ-বৈচিত্রী কি? বিকাশের বিভিন্ন স্তরই বিকাশ-বৈচিত্রী। একজন লোক বিশ সের বোঝা টানিয়া নিতে পারে; সুতরাং সে যে পাঁচ সের, সাত সের, দশ সের ইত্যাদিও টানিয়া নিতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিশ সের নেওয়ার সময় তাহার যে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, পাঁচ সের নেওয়ার সময় নিশ্চয়ই সে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় না—পাঁচ সের নিতে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, ততটুকুই প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহা নিশ্চয়ই বিশ সের টানিয়া নেওয়ার উপযোগী শক্তির একটা অংশ এবং তাহার পূর্ণশক্তিবিকাশের পথে একটা স্তর। ব্রহ্মের প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও অসীম। এই অসীমত্ব পর্য্যন্ত বিকাশের পথে প্রত্যেক শক্তিকেই বিভিন্ন-স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; এই বিভিন্ন স্তরই সেই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ-বৈচিত্রী। পরতত্ত্বে তাঁহার প্রত্যেক শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ—অসীমত্ব পর্য্যন্ত বিকাশ এবং এই বিকাশ নিত্য; নচেৎ ব্রহ্মের পরমত্ব বা পূর্ণত্ব এবং নিত্যত্ব থাকে না। প্রত্যেক শক্তির পূর্ণতম বিকাশ যদি নিত্য হয়, বিকাশের বিভিন্ন স্তর বা বিভিন্ন-বৈচিত্রীও নিত্য হইবে; নতুবা পূর্ণতম বিকাশের নিত্যত্ব থাকেনা। বিশেষতঃ, নিত্যত্ব ব্রহ্মের একটা স্বরূপগত ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক শক্তির বিকাশ এবং বিকাশের প্রত্যেক বৈচিত্রী ও কার্য্য—সমস্তই নিত্য হইবে। স্বরূপের ধর্ম্ম—স্বরূপের প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই বিদ্যমান থাকিবে। ব্রহ্মের শক্তি, শক্তিকার্য্য এবং শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রী নিত্য বলিয়া শক্তির বিকাশাদিতে ব্রহ্ম কোনওরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হন না। যাহা ছিলনা, তাহা যখন কোনও বস্তুতে আসে, তখনই সেই বস্তু বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। একাধিক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ-বৈচিত্রীর সম্মিলনেও আবার অশেষবিধ বৈচিত্রীর উদ্ভব হয়; তাহারাও নিত্য।

শক্তির কার্য্য-বৈচিত্রী নিত্য। শক্তির বিকাশ সূচিত হয় তাহার কার্য্যে। ব্রহ্মে শক্তিবিকাশের যখন অনন্ত-বৈচিত্রী, তখন তাঁহার শক্তিকার্য্যের বৈচিত্রীও অনন্ত এবং প্রত্যেক কার্য্য-বৈচিত্রীও নিত্য; সুতরাং শক্তিকার্য্য-দ্বারাও ব্রহ্মের বিকারহীনত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। শক্তির ক্রিয়ায় নির্ব্বিশেষ বস্তু সবিশেষত্ব লাভ করে। কুম্ভকারের শক্তিতে নির্ব্বিশেষ মৃত্তিকা সবিশেষ ঘটাদিতে পরিণত হয়। ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়াশীলতাও এরূপ বিশেষত্ব উৎপাদন করে। ব্রহ্মের কতকগুলি শক্তি তাঁহার স্বরূপের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; এই শক্তিগুলিকে স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি বলে, অন্তরঙ্গা-শক্তিও বলে। (পরবর্ত্তী শক্তিতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের স্বরূপও বিশেষত্ব লাভ করিয়া থাকে, স্থলবিশেষে ব্রহ্ম আকার পরিগ্রহও করিয়া থাকেন। তাই ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তির কথা শ্রুতিতে দেখা যায়।

ব্রহ্ম রসস্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় তিনি যে সমস্ত বিশেষত্বাদি ধারণ করেন, তৎসমস্তই আনন্দ বৈচিত্রী। আনন্দ স্বতঃই আস্বাদ্য বলিয়া এই সমস্ত আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন-বৈচিত্রীও স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে সাধিত হইতেছে। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন বলিয়া, নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারেন বলিয়া অশেষবিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন-বৈচিত্রীও তিনি অনুভব করিয়া থাকেন। এসমস্ত কারণেই শ্রুতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ। তৈত্তি ২।৭॥" রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ

এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য—যেমন মধু—তাহা রস। আর যে আস্বাদন করে—যেমন ভ্রমর—সেও রস। সুতরাং রস-অর্থে আস্বাদ্য এবং আস্বাদক (রসিক) দুইই হয়। ইহা হইল রস-শব্দের সাধারণ অর্থ; এই অর্থানুসারে গুড়ও রস; কারণ তাহার একটা স্বাদ আছে; আর পীপিলিকাও রসিক; কারণ, পীপিলিকা গুড় আস্বাদন করে। কিন্তু রসশাস্ত্রে একটা উৎকর্ষজ্ঞাপক বিশেষ অর্থেই রসশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—সাধারণ অর্থে নহে। রস-শাস্ত্রানুসারে চমৎকারিত্বই হইল রসের প্রাণ; যাহাতে চমৎকারিত্ব নাই, রস-শাস্ত্র তাহাকে "রস" বলেন না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৫।৭॥" অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব কোনও বস্তুর দর্শনে, শ্রবণে, অনুভবে মনে যে একটা বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাহাই চমৎকৃতি। এতাদৃশী চমৎকৃতিই হইল রসের প্রাণ, রসের সার। কিন্তু কেবল এই চমৎকৃতি থাকিলেও আস্বাদ্য বস্তুকে রস বলা হয় না, আরও একটা বস্তু চাই; তাহা হইতেছে এই আস্বাদন-চমৎকারিত্বের অপূর্ব্বতা। আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে আস্বাদনে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ের ব্যাপারই তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যবিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই যেন আস্বাদনের চমৎকারিত্বেই কেন্দ্রীভূত হইয়া অপর বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্য হইয়া পড়ে। আস্বাদ্যবস্তু যখন এজাতীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখনই তাহাকে রস বলা হয়। "বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥" সুতরাং যে বস্তুর আস্বাদনে প্রতিক্ষণেই চমৎকারিত্ব—নিত্য-নব-নবায়মানত্ব অনুভূত হয়, যাহার আস্বাদনে প্রতিক্ষণেই মনে হয়, এরূপ অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করা হয় নাই, সুতরাং যাহার আস্বাদনে কখনও বিতৃষ্ণা তো জন্মেই না, বরং প্রতিমুহূর্ত্তে আস্বাদন-পিপাসা কেবল বর্দ্ধিতই হয়, এবং যাহার আস্বাদন-চমৎকারিত্বের আতিশয্যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের অন্য সমস্ত ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহাই হইল আস্বাদ্য রস। আর উক্তরূপ (আস্বাদ্য) রস আস্বাদন করিয়া যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে নব-নবায়মান মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন—সুতরাং যাঁহার আস্বাদন-স্পৃহা স্তিমিত না হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তিনিই আস্বাদক-রস বা রসিক।

ব্রহ্ম রসস্বরূপে আস্বাদ্য ও আস্বাদক। প্রাকৃত কাব্যামৃতরসে বা অপর প্রাকৃতবস্তুজাত রসে রসত্বের পূর্ণ বিকাশ নাই; কারণ, তাহাতে অনর্গল চমৎকৃতিবিকাশ নাই, নিত্য-নব-নবায়মানত্ব নাই; মুহুর্মুহু বর্দ্ধনশীলা রসাস্বাদন-পিপাসাও নাই—এসমস্তের নিত্যত্ব নাই। এসমস্ত নিত্যত্বের লক্ষণ অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম অপ্রাকৃত-বস্তু, নিত্যবস্তু; রসত্বের পূর্ণ এবং নিত্যবিকাশ ব্রহ্মেই সম্ভব। ব্রহ্ম রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসরূপে আস্বাদক—রসিকও। এই রসত্ব ব্রহ্মের একটা স্বরূপগত গুণ বা ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহার সকল বৈচিত্রীতেই এই রসত্ব বিদ্যমান—সকল বৈচিত্রীই আস্বাদ্য এবং সকল বৈচিত্রীই আস্বাদক বা রসিক। অবশ্য শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে আস্বাদ্যত্বের এবং আস্বাদকত্বেরও তারতম্য আছে।

আর একটু আলোচনায় বিষয়টী বোধ হয় আরও পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, এবং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি আছে। সুতরাং স্বাভাবিকী-শক্তিযুক্ত আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল তাহার বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যকে বৈশিষ্ট্য দান করে। যেমন সরবৎ বা মিষ্টজল। জল হইল বিশেষ্য, মিষ্টত্ব হইল তাহার গুণ বা বিশেষণ। মিষ্টত্বই জলকে মিষ্ট করিয়াছে। এই মিষ্টত্বই সরবতের বৈশিষ্ট্য। বিশেষণ-মিষ্টত্বই তাকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাহাকে সুস্বাদু সরবৎ করিয়াছে। তদ্রূপ, আনন্দের শক্তি আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন—চিদানন্দ; তার স্বাভাবিকী স্বরূপভূতা শক্তিও চেতনাময়ী—চিচ্ছক্তি। তাই এই শক্তি আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে, নিজেও বৈশিষ্ট্যধারণ করিতে পারে। কিরূপে—তাহা বিবেচনা করা যাউক।

রসত্বের ব্যাপারে এই স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তির দুই রূপে অভিব্যক্তি (দুইরূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি)। একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদ্য করে এবং আর একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদক করে। আর, উভয়রূপেই আনন্দের

এবং নিজেরও অনন্ত বৈচিত্রীসম্পাদনও করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, আস্বাদ্যত্ব-জনয়িত্রী অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক। মিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ বা শক্তি। মিষ্টত্বের অনেক বৈচিত্রী। গুড়ের মিষ্টত্ব, চিনির মিষ্টত্ব, মিশ্রীর মিষ্টত্ব, বিবিধ ফলমূলাদির বিবিধ প্রকারের মিষ্টত্ব। এসকল মিষ্টদ্রব্যের প্রত্যেকেই মিষ্ট; কিন্তু সকল বস্তু একরকম মিষ্ট নয়; এক এক বস্তুর মিষ্টত্ব এক এক রূপ। ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্র্য। আর গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি। ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এসমস্ত বিবিধ উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে; সুতরাং এসমস্ত বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিভিন্ন পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানযোগে একই মিষ্টত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছে এবং নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ, একই স্বরূপতঃ-আস্বাদ্য আনন্দ তার স্বরূপশক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইয়া বিরাজিত। বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র-রস-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব।

আসাদকত্ব-জনয়িত্রীরূপেও এই স্বরূপশক্তি চেতন আনন্দের মধ্যে আস্বাদ্য-রসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাহাকে আস্বাদক (রসিক) করিয়া থাকে এবং অনন্ত-রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য অনন্ত বাসনা-বৈচিত্রী জন্মাইয়া সেই আনন্দের মধ্যে অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সমস্ত অনন্ত আসাদকত্ব-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদক-রসতত্ত্ব।

আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব এবং আস্বাদক-রসতত্ত্বের সমবায়েই পূর্ণ-রসতত্ত্ব। অনাদিকাল হইতেই এই দুই রস-তত্ত্ব ব্রহ্মে বিরাজিত; যেহেতু, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপশক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিরাজিত; সুতরাং শক্তির ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বরূপ অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তিবিলাস-বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্যরূপে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মে নিত্য বিরাজিত। তত্ত্বটী বোধগম্য করার নিমিত্তই "অভিব্যক্তি," "বৈচিত্রীর উদ্ভব"-ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ অভিব্যক্ত, অনন্ত-বৈচিত্র্য ইত্যাদি রূপেই শক্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত।

সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মও যা, রসও তা। রসও যা, ব্রহ্মও তা। এই দুই এক এবং অভিন্ন। জনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির দুইটী নাম—জন্মদাতা বলিয়া তিনি জনক এবং পালনকর্ত্তা বলিয়া তিনি পিতা; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন—তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ত্ববস্তুর দুইটী নাম; সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম বলিয়া সেই তত্ত্ববস্তুর নাম ব্রহ্ম এবং পরম-আস্বাদ্য ও পরম-আস্বাদক বলিয়া তাঁহার নাম রস; বস্তু কিন্তু এক এবং অভিন্ন।

শক্তির বিকাশে ব্রহ্মের ভগবত্তা শিবত্ব ও সৌন্দর্য্য। ব্রহ্মের যে সমস্ত বৈচিত্রীতে শক্তির বিকাশ আছে, সে সমস্ত বৈচিত্রীতে ঐশ্বর্য্য (স্বেতর-নিখিল স্বামিত্ব) মাধুর্য্য (সর্ব্বাবস্থায় চারুতা), কৃপা (অহৈতুকীভাবে পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছা), তেজঃ (কাল-মায়া-প্রভৃতিরও অভিভবকারী প্রভাব), সর্ব্বজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্য, ভক্তবশ্যতা প্রভৃতি গুণেরও অভিব্যক্তি আছে। সুতরাং এই সমস্ত বৈচিত্রীকে ভগবান্ বলা যাইতে পারে। যাঁহাদের মধ্যে শক্তি বা গুণের বিকাশ যত বেশী, তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার বিকাশও তত বেশী। ব্রহ্মের এরূপ অশেষ-কল্যাণ-গুণের আকরত্ব ও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনুভব করিয়াই ঋষিগণ তাঁহাকে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বলিয়াছেন। তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নিত্য।

ব্রহ্ম ভাবনিধি। শক্তির বিকাশে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ-বৈচিত্রী, তাঁহার অনন্ত রস-বৈচিত্রী, অনন্ত ভগবত্তা-বৈচিত্রী, অনন্ত-কল্যাণগুণবৈচিত্রী, অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য্য-বৈচিত্রী, অনন্ত ঐশ্বর্য্যবৈচিত্রী—এই সমস্তই তাঁহার অনন্ত ভাববৈচিত্রীর পরিচায়ক; তিনি অনন্ত-ভাবনিধি।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত রসবৈচিত্রীর ও ভাববৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই, কোনও কোনও নিপুণ ব্যক্তি অঙ্গভঙ্গী-আদিদ্বারা কোনও কোনও ভাবকে অনেকটা অভিব্যক্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের অঙ্গাদি বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া এবং কোনও কোনও উপাদান ভাবপ্রকাশোপযোগী ভঙ্গী গ্রহণে অসমর্থ বা অননুকূল বলিয়া ভাবকে তাহারা সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত করিতে পারেনা, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ভাবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেনা। ব্রহ্মের উপাদান কিন্তু একটী মাত্র—আনন্দ,—নিত্য, চেতন আনন্দ এবং তাহা ভাব-প্রকাশেরও সম্যক অনুকূল; কারণ, আনন্দ-স্বরূপের নিজস্ব-শক্তি, তাঁহার স্বরূপশক্তিই স্বীয় বিকাশ-বৈচিত্রীদ্বারা ব্রহ্মের ভাববৈচিত্রী উৎপাদন করে; সুতরাং স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অনায়াসেই বিভিন্ন ভাববৈচিত্রীর—স্বরূপ-শক্তির প্রকাশবৈচিত্রীর, রস-বৈচিত্রীর, ভগবত্তা-বৈচিত্রীর, অনন্ত-কল্যাণগুণবৈচিত্রীর, ঐশ্বর্য্য-বৈচিত্রীর, মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর—মূর্ত্তরূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন। এই সমস্ত মূর্ত্তরূপ-বৈচিত্রীই ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ-বৈচিত্রী। শাস্ত্রে যে শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-সদাশিবাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মের অনন্ত মূর্ত্তরূপ-বৈচিত্রীই সে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ।

অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম। ব্রহ্মের শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহার অনন্ত স্বরূপের অভিব্যক্তি। সুতরাং এই সমস্ত স্বরূপের মধ্যে এমন এক স্বরূপ আছেন, যাঁহাতে শক্তি সমূহের ন্যূনতম অভিব্যক্তি এবং আবার এমন এক স্বরূপও আছেন, যাঁহাতে সমস্ত শক্তির এবং সমস্ত শক্তিবৈচিত্রী-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি। প্রথমোক্ত স্বরূপকে সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলা হয়; ইনি স্বরূপে (ব্যাপকতায়, সচ্চিদানন্দত্বে) ব্রহ্ম বটেন—বৃহদ্‌বস্তু বটেন; কিন্তু শক্তিতে ব্রহ্ম (বৃহৎ) নহেন; স্বরূপে পূর্ণ, কিন্তু শক্তিতে বা শক্তির বিকাশে পূর্ণ নহেন। এই স্বরূপ নির্ব্বিশেষ, নিরাকার। কারণ, এই স্বরূপে শক্তি থাকিলেও শক্তির বিকাশ নাই; শক্তির বিকাশ ব্যতীত রূপ-গুণাদি বিশেষত্ব অসম্ভব। কিন্তু এই স্বরূপকে একেবারে নিঃশক্তিক বলা যায় না; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে স্বরূপগত শক্তি আছে, এই শক্তি ব্রহ্মের সকলস্বরূপেই বিদ্যমান থাকিবে। "চিৎ-স্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার॥ ১।৫।২৯॥" "চিচ্ছক্তি আছয়ে নাহি চিচ্ছক্তি বিলাস॥" এই স্বরূপেরও অস্তিত্ব আছে; সুতরাং অস্তিত্ব রক্ষা করার শক্তি তাঁহার আছেই; এই স্বরূপও আনন্দময়; সুতরাং আনন্দময়ত্ব অনুভব করাইবার শক্তিও তাঁহার আছে। কিন্তু সত্তামাত্র রক্ষা করার এবং স্বরূপানন্দ-মাত্র অনুভব করাইবার বা করিবার নিমিত্ত যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, তদতিরিক্ত শক্তির বিকাশ তাঁহাতে নাই; তাই তাঁহাকে নিঃশক্তিক না বলিয়া অব্যক্ত-শক্তিক বলাই সঙ্গত। অনুভব-যোগ্য বিশেষত্বের বিকাশ নাই বলিয়াই সাধারণতঃ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্"-এই গীতাবাক্যে এই অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ। আর যে স্বরূপে শক্তি-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, তাঁহাতেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ। বস্তুতঃ ব্রহ্মত্বের পর্য্যাবসানই তাঁহাতে। তাঁহাতে শক্তির, শক্তি-কার্য্যের, কল্যাণগুণগণের, সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের, ভগবত্তার, ঐশ্বর্য্যের—পূর্ণতম বিকাশ। এই স্বরূপকে পরব্রহ্ম বলে—ইনি পূর্ণতমস্বরূপ; তাঁহাতে রসত্বের—আস্বাদ্যত্বের এবং রসিকত্বের—পূর্ণতম বিকাশ। এই পূর্ণতম স্বরূপকে, পরব্রহ্মকেই শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়। "কৃষির্ভূবাচক-শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম গোপাল। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজার মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উ, তা, ২৪॥ এই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপাল-তাপনী শ্রুতি বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম॥—শ্রীকৃষ্ণ পরম-দেবতা।" ঐ শ্রুতি আরও বলেন—"সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥—যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার বস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মাল্যবেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।"

পরমাত্মা ও অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ। ঈশ্বর ও ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ও স্বয়ংভগবান এবং পরতত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত স্বরূপ, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের

ন্যায় সবিশেষ, সাকার। এই সবিশেষ-স্বরূপসমূহের মধ্যে যাঁহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ, তিনিই যোগীদের ধ্যেয় পরমাত্মা—ইনি সাকার, কিন্তু লীলাবিলাসোপযোগিনী শক্তির বিকাশ ইঁহাতে নাই। অন্যান্য সকল সবিশেষ-সাকার-স্বরূপেই লীলাবিলাসোপযোগিনী শক্তির বিকাশ আছে। রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ, সঙ্কর্ষণাদিতে পরমাত্মা অপেক্ষা অধিক এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কম শক্তির বিকাশ। ইঁহাদের সকলের মধ্যেই ঈশ্বরত্বের ও ভগবত্তার বিকাশ আছে; সুতরাং ইঁহাদের সকলেই ঈশ্বর ও ভগবান্; অবশ্য শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের ও ভগবত্তার তারতম্য আছে। কিন্তু পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণে শক্তি-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাতে ঈশ্বরত্বের ও ভগবত্তারও পূর্ণতম অভিব্যক্তি—তিনি পরম ঈশ্বর এবং স্বয়ংভগবান্। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা, ১।৩।২৮॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিনানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥—তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, অথচ সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ।" শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরমমহত্ত্ব॥ ১।২।৫॥" শ্রীকৃষ্ণেরই অপর একটী নাম "গোবিন্দ"। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দাপর নাম। ২।২০।১৩৩॥ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ংভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ—এবিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, ঊর্দ্ধও কেহ নাই। ইহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্ই অভিহিত হন; ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়।" শ্বেতাশ্ব-তরোপনিষদের—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্। পতীং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬.৭॥"-বাক্যও সেই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের কথাই বলিয়াছেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যূনতম-শক্তিবিকাশময় এক বৈচিত্র্য বলিয়াই গীতায় অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্॥—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।" মুণ্ডকোপনিষদও ঈশ্বর-পুরুষকে ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মের হেতুভূত) বলিয়াছেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। ৩।১।৩॥"

পরব্রহ্ম একরূপেই বহুরূপ। যাহা হউক, পরব্রহ্মের এসমস্ত বৈচিত্রী বা স্বরূপ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে এক স্বরূপেই এসকল অনন্ত বৈচিত্রী ধারণ করেন। তাই তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। গোঃ তাঃ শ্রুতি পূঃ ২০॥" একরূপে যেমন তিনি বহুরূপ বা বহুমূর্ত্তি, তেমনি আবার বহুমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তি। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥ শ্রীভা ১০।৪০।৭॥" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম অনন্ত ভাবের নিধি—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন ভাবেরই মূর্ত্তরূপ। বিভিন্নভাব যেমন ভাবনিধি শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্বরূপে বা বিগ্রহেই বিরাজমান, ভাবের মূর্ত্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহও তাঁহার বিগ্রহেই বিরাজমান, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বাহিরে কেহ নাই, থাকিতেও পারে না, কারণ তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্বব্যাপক। একখানা ময়ূরকণ্ঠি শাড়ীতে নানাবর্ণের সমবায়, ময়ূরের কণ্ঠে যেমন নীল-পীতাদি নানাবর্ণ থাকে তদ্রূপ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই শাড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যায়; আবার কোনও স্থান বিশেষ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ময়ূরের কণ্ঠের সমগ্র বর্ণপুঞ্জই দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ—ময়ূরকণ্ঠের বর্ণপুঞ্জেরই অন্তর্গত, একই ময়ূরকণ্ঠি-শাড়ীখানাতেই অবস্থিত—তাহার বাহিরে নয়। তদ্রূপ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বৈচিত্রী—বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ—তাঁহার নিজ স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে সমগ্র ময়ূরকণ্ঠি-শাড়ী-স্থানীয়, অথবা ময়ূর-কণ্ঠের সমগ্র বর্ণপুঞ্জস্থানীয়; আর বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ শাড়ীর বা ময়ূরকণ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণস্থানীয়। "যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষপিঞ্ছাবয়ব-বিশেষাদিদ্রবং নানাবর্ণময়প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাৎ দত্তচক্ষুষোজনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতিভাতীতি। অত্রাখণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষস্থানীয়ং নিজ-প্রধানভাসান্তর্ভাবিত-তত্তদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং তত্তদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ম্॥—ভগবৎসন্দর্ভঃ।"

সাধন-ভেদে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভূতিভেদ। "জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ২।২০।১৪৩॥" "ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার॥ ১।২।৪৯॥" ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ), আত্মা (পরমাত্মা) ও ভগবান্—এই তিন এক শ্রীকৃষ্ণেরই তিনটী বৈচিত্রী বা স্বরূপ; একই তত্ত্ব হইয়াও তিনি জ্ঞানমার্গের উপাসকের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গের উপাসকের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গের উপাসকের নিকট ভগবানরূপে প্রতিভাত হয়েন। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীভা ১।২।১১।" একই বৈদূর্য্যমণি যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে কাহারও নিকটে নীল, কাহারও নিকটে পীত, কাহারও নিকটে অন্য বর্ণের বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ ধ্যানভেদে—উপাসনাভেদে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হন। "মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভি র্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥" একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ॥ ২।৯।১৪১॥"—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একই বিগ্রহে—একই মূর্ত্তিতে—বিবিধ আকার ধারণ করেন, বিবিধ ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে প্রতিভাত হয়েন। "একই বিগ্রহ তাঁর—অনন্ত স্বরূপ॥ ২।২০।১৩৭॥" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বীয় পার্থ সারথীর দেহেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। আর এই কলিযুগে শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের বিগ্রহেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভক্তগণ রাম-সীতা-লক্ষণ, কৃষ্ণ-বলরাম, বলরাম, নৃসিংহ, বরাহ, শিব, দুর্গা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী, রাধা, কৃষ্ণ-আদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ আছে মনে করিলে তত্ত্বের—সত্যের—অপলাপ হয়; ইহা অপরাধজনক। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। ২।৯।১৪০॥"

সমস্ত স্বরূপই সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান থাকে; ক্ষুদ্র জলকণার মধ্যেও অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব গুণ আছে। ব্রহ্ম স্বরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দময়—নিত্য, শাশ্বত এবং পূর্ণ—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; সুতরাং শক্তিবিকাশের তারতম্য থাকিলেও পরব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের প্রত্যেকেই নিত্য, শাশ্বত, পূর্ণ—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। ল, ভা, কৃ, ৮৬॥" পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে ময়ূরকণ্ঠী-শাড়ীর মূল-ময়ূরকণ্ঠি বর্ণের ন্যায় নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রত্যেকটীই যেমন সমগ্র শাড়ীটীকে ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের প্রত্যেকেই পরব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কৃষ্ণতনুসম।

অংশ ও অংশী। ন্যূনশক্তি হইল পূর্ণশক্তির অংশ। বলা হইয়াছে, উল্লিখিত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের মধ্যে পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতমবিকাশ; সুতরাং উক্ত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের মধ্যে শক্তির আংশিক বিকাশ। এজন্য, স্বরূপে তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শক্তির আংশিক বিকাশবশতঃ, তাঁহাদিগকে অংশ বলা হয়, আর শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অংশী বলা হয়। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥ অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত। ৪৫।৪৬॥—স্বয়ংরূপ বা পরব্রহ্ম যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু অংশরূপ তাহা পারেন না—ইহাই পার্থক্য।"

পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহার অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলা হয়। স্বাংশ-স্বরূপগণ সকলেই বিভু, সকলের মধ্যেই স্বরূপশক্তি আছে।

সগুণ ও নির্গুণ। প্রকৃতির সত্ত্ব-রজস্তম হইতে উদ্ভূত গুণসমূহকে প্রাকৃত গুণ বলে। সংসারাসক্ত জীব মায়িক গুণসমূহকে অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়া একমাত্র তাদৃশ জীবেই প্রাকৃত গুণ থাকিতে পারে। স্বরূপশক্তি (বা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তি) কেবলমাত্র ভগবানেই থাকে বলিয়া স্বরূপশক্তির বিলাসভূত অপ্রাকৃত গুণ সকল কেবলমাত্র ভগবানেই থাকিতে পারে। ভগবানের সঙ্গে মায়ার বা প্রকৃতির স্পর্শ নাই বলিয়া তাঁহাতে মায়িক প্রাকৃত গুণ থাকিতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলিয়াছেন। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিত্ত্বয্যেকা

সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১।১২।৬৯॥" ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি যে সমস্ত গুণের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ—স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ হইতে জাতগুণ।

কোনও কোনও শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, কোনও কোনও শ্রুতি তাঁহাকে সগুণ বলিয়াছেন। সকল শ্রুতিবাক্যের সমান মর্য্যাদা দিয়া এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন। মায়িক গুণের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে তিনি নির্গুণ অর্থাৎ তাঁহাতে মায়িক গুণ নাই। আর চিন্ময় অপ্রাকৃত গুণের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে তিনি সগুণ; তাঁহাতে অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ আছে। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও তাঁহার এজাতীয় সগুণত্ব স্বীকার করিতেছেন; তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, তিনি সুন্দর। শিবত্ব ও সুন্দরত্ব তাঁহার গুণ—অপ্রাকৃত গুণ। শ্রুতি ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ (মুণ্ডক) ১৯॥" বলিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্ববিত্ত্বাও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ। আবার তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপে স্বরূপশক্তির বিকাশ নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কোনও (অপ্রাকৃত) গুণেরও বিকাশ নাই; সুতরাং এই স্বরূপ অপ্রাকৃত-গুণ-হিসাবেও নির্গুণ এবং অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় প্রাকৃত-গুণ-হিসাবে নির্গুণ তো আছেনই।

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব যে প্রাকৃত-গুণের অভাবই বুঝায়, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত-কল্যাণগুণের আকর, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপূজা-মন্ত্র-প্রসঙ্গে গোপালতাপনী-শ্রুতি বলিতেছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥ উঃ তাঃ ৯৭॥" এই শ্রুতিতে "কর্ম্মাধ্যক্ষ," "সাক্ষী," "চেতাঃ"—ইত্যাদি শব্দও ব্রহ্মের সবিশেষত্ববাচক বা গুণবাচক; তথাপি তাঁহাকে "নির্গুণ" বলা হইয়াছে। এস্থলে নির্গুণ-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"নির্গুণশ্চেতি অত্র গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ—গুণশব্দে এস্থলে সত্ত্বাদি মায়িক গুণকে বুঝায়।" তাৎপর্য্য হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণে বা ব্রহ্মে মায়িক গুণ নাই বলিয়াই তাঁহাকে "নির্গুণ" বলা হয়; অন্য গুণ তাঁহাতে আছে, সে সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ। ইহাতেই বুঝা যায়, নির্গুণ বলিতে অপ্রাকৃত গুণহীনতা বুঝায় না।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ১।২।৫৩॥" অদ্বয় অর্থ দ্বিতীয়হীন, যিনি একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব, যাঁহা ব্যতীত অপর কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নাই। তাই অদ্বয় বলিতে ভেদশূন্য-তত্ত্বকে বুঝায়। ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্ব। সজাতীয় বলিতে সমান-জাতীয় বা এক জাতীয় বস্তুকে বুঝায়। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, নারিকেলগাছ, শালগাছ ইত্যাদি একই বৃক্ষজাতীয় বস্তু, তাই তাহারা সজাতীয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে—আমগাছ এক শ্রেণীর গাছ, নারিকেলগাছ আর এক শ্রেণীর গাছ, ইত্যাদি ভেদ আছে। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ সজাতীয় ভেদ নাই। যদি বলা হয়—রাম-নৃসিংহ-নারায়ণাদিও তো শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় চিদ্‌বস্তু, সুতরাং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় এবং তাঁহারা পৃথক্ স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহাদের ভেদও আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও সজাতীয় ভেদ আছে। উত্তরে বলা যায়—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাম-নৃসিংহাদি পৃথক্ তত্ত্ব নহে, স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন বিগ্রহেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে নানা রূপ ধারণ করেন। "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১॥—এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে অভিহিত হন।" সুতরাং ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ নহেন। আর তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, রাম-নৃসিংহাদি পৃথক্ ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা হইলেও তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া, তাঁহাদের সত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণেরই সত্ত্বার অপেক্ষা রাখে বলিয়া, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয় ভেদ নহেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-ভেদশূন্য।

আর, বিজাতীয় বলিতে ভিন্ন জাতীয় বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ চিৎ-জাতীয়; আর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইল জড়-জাতীয়। তাই, আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বারই অপেক্ষা রাখে; বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি মায়ার

পরিণতি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদ নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়-ভেদশূন্য।

অণুচৈতন্যজীবও শ্রীকৃষ্ণেরই অপেক্ষা রাখে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই জীবশক্তি বলিয়া স্বয়ংসিদ্ধ নহে; তাই জীবও শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংসিদ্ধ ভিন্ন বস্তু নহে।

স্বগত-ভেদ হইল মুখ্যতঃ দেহ-দেহী ভেদ। জীবের দেহ হইল জড়, দেহী বা জীবাত্মা হইল চিৎ; তাই জীবে দেহ ও দেহী দুই ভিন্ন জাতীয় বস্তু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে (এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপেও) এরূপ কোনও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তাঁহাতে দেহ ও আত্মা পৃথক্ নহে, একই। যেমন চিনির পুতুল—সর্ব্বত্রই চিনি; এই চিনি যদি চেতনবস্তু হইত, তাহা হইলে পৃথক্ কোনও আত্মার অধিষ্ঠানব্যতীতও চিনির পুতুল চলাফিরা করিতে পারিত, কথা বলিতে পারিত। ভগবানও তদ্রূপ কেবল আনন্দ, চেতন আনন্দ। যেমন লবণপিণ্ডের সর্ব্বত্রই লবণ, কোথাও লবণব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই আনন্দ, তাঁহাতে আনন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নাই। "স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব। বৃহদারণ্যক। ৪।৫।১৩॥" তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। বেদান্তের "অরূপবৎ এব তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ৩।২।১৪॥"-সূত্রে একথাই বলা হইয়াছে (১।৭।১০৭ পয়ারের টীকায়, আদি-লীলার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দেহী শ্রীকৃষ্ণ একবস্তু, তাঁহার দেহ আর এক বস্তু—তত্ত্বতঃ তাহা নয়। তবে যে সাধারণতঃ "শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ"—ইত্যাদি বলা হয়, তাহা কেবল ভাষার ভঙ্গীমাত্র, উপচার-বশতঃই এরূপ বলা হয়। "সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ। ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনঃ॥ ল, ভা, কৃ, ৩৪১॥—শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবস্তু বলিয়া উপচারবশতঃই তাঁহার সম্বন্ধে দেহ-দেহিভেদ বলা হয়; এই ভেদ তাত্ত্বিক নহে।" তাই কূর্ম্মপুরাণ বলেন—"দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥—ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই।"

শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী-ভেদ না থাকার একটী অদ্ভুত প্রভাব এই যে, তাঁহার বিগ্রহের যে কোনও অংশই যে কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তিধারণ করে। জীবের দেহ ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ আদি পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। এই পঞ্চভূতও আবার সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে অবস্থিত নয়। চক্ষুতে তেজের পরিমাণ বেশী, তাই চক্ষু দেখিতে পায়। কর্ণে শব্দের পরিমাণ বেশী, তাই কর্ণ শুনিতে পায়। চক্ষু কিন্তু শুনিতে পায় না, কর্ণও দেখিতে পায় না। উপাদানের পরিমাণ-পার্থক্য বশতঃই এইরূপ হয়। শ্রীকৃষ্ণে (বা যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপে) আনন্দব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিয়া বিগ্রহের সর্ব্বত্রই একই বস্তু একই পরিমাণে অবস্থিত। এই আনন্দ আবার চেতন, জ্ঞানস্বরূপ। তাই বিগ্রহের যে কোনও অংশই যে কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৩২।"

যদি কেহ বলেন—ভগবানে দেহ-দেহী-ভেদ না থাকিতে পারে; কিন্তু হস্ত-পদাদি-ভেদ, নাসা-নেত্রাদি ভেদ তো আছে। সে সমস্ত কি স্বগত-ভেদ নহে। এসমস্ত স্বগত-ভেদ নহে; এ সমস্ত ভেদও ঔপচারিক; বিগ্রহের সকল অংশই যখন সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিধারণ করে, তখন বাস্তবিক ভেদ কিছু নাই।

ভগবানের বিভিন্ন গুণাদিও তাঁহার স্বগত-ভেদ নহে। তিনি সশক্তিক আনন্দ; তাঁহার শক্তিকে আনন্দ হইতে পৃথক্ করা যায় না। তাঁহার গুণাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৈচিত্রী বিশেষ বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং গুণাদিও স্বগতভেদের পরিচায়ক নহে।

এইরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য বলিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

সর্ব্ব-কারণ-কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু আবার সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।১॥" গীতাও একথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ মত্তঃ পরতরং

নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭।৬-৭॥ বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্॥ ৭।১০॥"—শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের বীজ বা কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পরতর) আর কিছু নাই। মাণ্ডুক্য শ্রুতিও বলেন "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষঃ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব, আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত-তত্ত্ব। "কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥ ১২।৭৮॥" গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একথা বলিয়াছেন। "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি॥ ৯।৪॥" শ্রুতিও তাহাই বলেন। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥ গোপালতাপনী, উ, ভা, ৯৭॥"-এই শ্রুতির "সর্ব্ব-ভূতাধিবাসঃ"-শব্দই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাপক। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার বিশ্বরূপে অর্জ্জুনকে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন (গীতা একাদশ অধ্যায়)।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরবপু। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।২॥" এই প্রমাণ হইতে পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি অর্থাৎ দ্বিভুজ, দ্বিপদ, একমস্তক, দ্বিচক্ষুঃ, দ্বিকর্ণ। গোপাল-তাপনী শ্রুতিও বলেন—শ্রীকৃষ্ণ "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ পূ, তাপনী। ২।১॥—তিনি কমলনয়ন, নবজলধরবর্ণ, পীতবসন, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালী এবং ঈশ্বর।"

শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্॥"—এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের বা ভগবানের লীলা আছে। লীলা অর্থ ক্রীড়া বা খেলা। কোনও কার্য্যসিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া কেহ খেলায় প্রবৃত্ত হয় না। ছোট শিশুরা আনন্দের উচ্ছ্বাসে খেলায় প্রবৃত্ত হয়, উদ্দেশ্যও আনন্দভোগ। আনন্দ-স্বরূপ—রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও আনন্দের প্রেরণায় লীলা করিয়া থাকেন, উদ্দেশ্যও আনন্দাস্বাদন, রসাস্বাদন। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-স্পৃহাই লীলার প্রবর্ত্তক।

শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত-রসবৈচিত্রী বর্ত্তমান। অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন রস-রূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা তাঁহার স্বয়ংরূপেও অনুষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেও অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার স্ব-স্বরূপেরও লীলা আছে, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরও লীলা আছে।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্॥ পূ, তা, ৩॥—শ্রীকৃষ্ণ পরম দেবতা।" দিব্ ধাতু হইতে দেবতা বা দৈবত শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। দেবতা-শব্দের অর্থ লীলাকারী বা লীলাপরায়ণ। পরম-দেবতা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ লীলাপরায়ণ—লীলা-পুরুষোত্তম। গোপালতাপনী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও তাহাই বলেন। "তমীশ্বরাণাং পরমং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্॥ ৬।৭॥"—এস্থলে পরম-ব্রহ্মকে "দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্"—লীলাকারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাকারী বলা হইল। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই লীলাপরায়ণ; তাঁহাদের সকলের মধ্যে যিনি "ঈশ্বর-সমূহেরও পরম-মহেশ্বর," সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বাতিশায়ী লীলাপরায়ণ—লীলা-পুরুষোত্তম। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে যেরূপ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের স্ফুরণ হয়, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের লীলায় তদ্রূপ হয় না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ। ২।২১।৮৩॥"

লীলা বা খেলা একাকী হয় না। খেলার সঙ্গী চাই; ভগবানের খেলার সঙ্গীদের বলে পরিকর। খেলার স্থানও দরকার; ভগবানের লীলার স্থানকে বলে ধাম।

ধাম। ব্রহ্মের ধামের কথা শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদ বলেন—"ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে

হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ২।২।৭॥"—ব্রহ্ম ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মধামে), ব্যোমে (পরব্যোমে) বিরাজ করেন। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নীতি॥ শ্রুতি॥—সেই ভগবান্ কোথায় থাকেন? নিজের মহিমায়।" নিজের মহিমা বলিতে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মহিমাকে বুঝায়। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই তাঁহার ধাম। গীতাতেও ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫।৬॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যেস্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয়না, তাহাই আমার পরম ধাম।"

গোপালতাপনী-শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি॥ পূ, তা, ৩৫॥" বৃন্দাবন গো-গোপাদির স্থান। ঋগ্বেদের "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ ১৫৪।৬॥"—এই বাক্যে দীর্ঘ-শৃঙ্গযুক্ত-গো-সমূহসমন্বিত উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের পরম-পদের (পরম-ধামের) কথা জানা যায়।

পরিকর। পুরাণাদিতে ভগবৎ-পরিকরাদি সম্বন্ধে অনেক উক্তিই আছে। গোপালতাপনী শ্রুতিতে রুক্মিণী, ব্রজস্ত্রী, প্রভৃতি পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিঃ রুক্মিণী। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ॥ উ, তা, ৫৭॥" ঋক্-পরিশিষ্টে শ্রীরাধার নামও পাওয়া যায়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা॥ বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি॥"

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষকত্ব। শ্রীকৃষ্ণ "মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি ভাণ্ডার॥ ২।২১।৩৪॥" তাঁহার রূপগুণাদির মাধুর্য্য এতই অধিক যে, "যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। ২।২১।৮৪॥" কেবল ত্রিভুবন নহে, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং লক্ষ্মীগণের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে; "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তাঁ-সভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি এক অনির্ব্বচনীয়-আকর্ষণ-শক্তি আছে যে, তাহাতে—অন্যের কথা তো দূরে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত আস্বাদন-লোভে চঞ্চল হইয়া পড়েন। "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল॥ ১।৪।১২৮॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ২।৮।১১৪॥" অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই অধিক এবং এমনি চমৎকারপ্রদ যে, তাহা কেবল অনুভববেদ্য, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না। যাঁহারা এই মাধুর্য্যের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উপযুক্ত শব্দের অভাবে তাঁহারা কেবল "মধুর মধুর" বলিয়াই আকুলি-বিকুলি দ্বারা নিজেদের অতৃপ্তি এবং অক্ষমতারই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি-মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত।" আর শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর, তাতে যেই মুখ-সুধাকর। মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥ মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে অতি সুমধুর। আপনার এক কণে, ব্যাপে সভ ত্রিভুবনে, দশদিকে বহে যার পূর। ২।২১।১১৬-১৭॥" (শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের বিশেষ বিবরণ ২।২১।৯২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্য-মণ্ডিত। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রত্যেকেরই পূর্ণতম-বিকাশ থাকিলেও, মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য; তাঁহার ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যেরই অনুগত, ঐশ্বর্য্যের প্রতি অনু-পরমাণু যেন মাধুর্য্যরস-নিষিক্ত; তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও মধুর—অন্যস্থলের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ভীতিপ্রদ, সঙ্কোচোৎপাদক বা গৌরব-বুদ্ধিজনক নহে। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর মাধুর্য্যের এইরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রাধান্যের সংবাদ বোধ হয় পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে জনসমাজে প্রচার করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ পরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তাই ভগবত্তার কথা শুনিলেই স্বভাবতঃ লোকের চিত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাবই স্ফুরিত হয়—লোক সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যকেই ভগবত্তার সার বলিয়া মনে করে; কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য-সন্ত্রস্ত-জীবের কর্ণে

শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃদু-মধুর হাস্যনিষিক্ত জলদ-গম্ভীর স্বরে একটী অভয়-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—ঐশ্বর্য্য ভগবত্তার সার নহে—"মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। চৈঃ চঃ মঃ ২১।৯২।"

নরবপুর বিভুত্ব। বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সাকার, দ্বিভুজ নরবপু। বিভুত্ব ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্ম বলিয়া সাকার-রূপেও তিনি বিভু—সর্ব্বগ, অনন্ত—ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান পরিমিত দেহেই যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক, বিভু—মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন; বিভু না হইলে—যাঁহাকে দেখিতে ছোট একটী শিশুর ন্যায় মনে হয়, তাঁহার ছোট একখানি মুখের ছোট একটী গহ্বরে যশোদামাতা কিরূপে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত-কোটি ভগবদ্ধাম, ব্রজমণ্ডল, এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত দেখিলেন? তিনি যে বিভু এবং তিনি যে আশ্রয়-তত্ত্ব—তাহাই তিনি এই এক লীলায় দেখাইলেন। দ্বারকায় অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ব্রহ্মা এক সঙ্গে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিদৃশ্যমান ক্ষুদ্র চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন; আর প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত; অথচ তিনি তখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারকাতেই প্রকটলীলা করিতেছেন। (২।১।৪০-৪৭॥) বস্তুতঃ বিভু বলিয়া তিনি পরিদৃশ্যমান্ পরিমিত-বিগ্রহদ্বারাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং সর্ব্বদা আছেনও। "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ পূ, তা, ২১॥"—ইত্যাদি বাক্যে যে গোপালতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ নরাকৃতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই শ্রুতিতেই আবার তাঁহাকে "সর্ব্বব্যাপী" বলা হইয়াছে। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥ উ, তা, ৯৭॥" ইহাতেই বুঝা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—বিভু। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতেই তিনি যেমন "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্," তেমনি নরবপুতেও বিভু।

বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়; যে সময়ে তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপক, ঠিক সেই সময়েই তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র; "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ (শ্বতাশ্বতর। ৩।২০।, কঠ ১।২।২০।)।" তিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু; অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। "অস্থূলশ্চা-নণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ॥ লঘুভাগবতামৃত-ধৃতকূর্ম্মপুরাণ-বচন। কৃ। ৯৭।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। আদি ৪র্থ।" শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যের প্রভাবেই এইরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব সম্ভব।

করুণা। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তাঁহাতে করুণা ও ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণ নাই; ব্যক্তশক্তিক ভগবৎস্বরূপ-সমূহে আছে; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে করুণা ও ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণের পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণে কারুণ্য এতই অভিব্যক্ত যে, মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত; বাস্তবিক তাঁহাতে "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।৩।৫।"—হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাতে ভক্তবাৎসল্য এতই অভিব্যক্ত যে পরম-স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও তিনি নিজেকে ভক্ত-পরাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"অহং ভক্ত-পরাধীনঃ। শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩।" বাস্তবিক সংসার-তাপক্লিষ্ট জীবের পক্ষে ভগবৎ-করুণাই বিশেষ ভরসার কথা। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ-সূত্র; যে স্থলে তাহার অভাব, সে স্থলে জীবের আর উদ্ধারের আশা কোথায়? ত্রিতাপ-দগ্ধ জীব স্বীয় উদ্ধারের নিমিত্ত কাতর-প্রাণে ভগবচ্চরণে স্বীয়-দীন-প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারে; কিন্তু ভগবান যদি করুণ না হয়েন, তাহা হইলে জীবের কাতর ক্রন্দনে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই বা হইবে কেন? কিন্তু শ্রীভগবান্ করুণ, পরম-করুণ; কাতর প্রাণে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকার কথা তো দূরে, অন্য ব্যপদেশেও যদি তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, নামাভাস-উচ্চারণকারীকেও তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। তাহার সাক্ষী অজামিল। মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণ-নামক স্বীয় পুত্রকে তিনি ডাকিয়াছিলেন; পরম-করুণ স্বয়ং নারায়ণ ঐ ডাককে উপলক্ষ্য করিয়াই যমদূতের কঠোর হস্ত হইতে অজামিলকে উদ্ধার করার নিমিত্ত স্বীয় দূতগণকে পাঠাইয়া দিলেন।